দৈনিক ইনকিলাব ১৭

তা: 20 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

মক্তব ও কোরআন শিক্ষার সমস্যা

দেশে ৬৮ হাজার গ্রামে ১টি করে ফোরকানিয়া মক্তব রয়েছে। কোন কোন গ্রামে একাধিক মক্তব আছে। ওগুলো যুগ যুগ ধরে স্থানীয় দানে চলছে। দেশে এমনও গ্রাম রয়েছে যেগুলোতে ৪/৫টি মক্তব বিদ্যমান আছে। ঐসব মক্তবে সকাল বেলা গ্রামের ১শ' ভাগ বালক-বালিকা হাজির হয়ে কোরআন শিক্ষা করে থাকে। তবে ওগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হওয়ায় অধিকাংশ বালক-বালিকা কোরআন শিক্ষা করতে পারে না। ফলে, ঐসব ছাত্র-ছাত্রীর মক্তবে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

দেখা যায়, ২/৩ বছর মক্তবে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন কোরআন পাঠ সমাপ্ত করতে পারে না— তেমনি তাদের অধিক সংখ্যক ২/৪টি সূরা পর্যন্ত শুদ্ধরূপে পড়তে বা বলতে পারে না। কোরআন শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কোরআন শরীফ পাঠের মাধ্যমে নামাজ, রোজা ও আহকাম-আরকান শিক্ষা লাভ হয়।

কোরআন পাঠের পর ছাত্র-ছাত্রীরা নামাজ, রোজা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যদি উক্ত শিক্ষায় গলদ থাকে, তবে কিভাবে তারা নামাজ, রোজা ও ইসলামী জীবন বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে? তাই দেখা যায় মক্তব পাঠশেষে বহু ছাত্র-ছাত্রী নামাজ, রোজা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই অর্জন করে না। ফলে তারা নামাজ, রোজা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করেছেন। এ হিসেবে আমাদের দেশের মক্তব সঠিকভাবে হতে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। নচেৎ রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা দেবার আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না। মক্তব থেকে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামী বিধি-বিধান সঠিকভাবে শিখতে পারে তার আশু ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। "নামাজ ইসলামের সুষমা, 'নামাজ ইসলামের সার"। তাই মক্তবগুলো থেকে তারা যাতে নামাজ শিক্ষা করতে পারে সেজন্য মক্তবগুলোকে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ঘোষণা করে ওগুলোতে যাতে আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, সেটা করতেই হবে। মক্তবগুলোকে সঠিকভাবে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে ১শ' ভাগ ছাত্র-ছাত্রী নামাজ, রোজা আদায় করতে সক্ষম হবে।

পল্লীর কোন মক্তবেই ১শ'র কম ছাত্র-ছাত্রী থাকে না। অথচ শিক্ষক থাকে ১ জন মাত্র। আবার বহু গ্রামে দারিদ্র্যের কারণে সব সময় স্থানীয় লোকদের শিক্ষকের বেতন দান সম্ভব হয় না। তাই ওগুলো পরে ৪/৫ মাস বন্ধ থাকে।

আমরা মনে করি, গ্রামের প্রতিটি মক্তবে ইসলামী শিক্ষার খাতিরে একটি মাসিক অনুদান প্রাদন করা অত্যাবশ্যক। তাহলে এলাকার লোকজন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে এবং মক্তবগুলোতে ভালভাবে লেখাপড়া চলবে। সরকার দেশে সাধারণ শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার জন্য খুব কমই ব্যয় করা হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, দেশে আজও দু'টি সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা রয়েছে। অথচ সাধারণ শিক্ষার জন্য গড়ে উঠছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ওগুলোকে সরকারীকরণও দেয়া হচ্ছে।

আমাদের মতে, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ৪/৫টি করে সরকারী মক্তব চালু করা উচিত এবং অন্যান্যগুলোকে বেনিফিট দিয়ে ওগুলোকে সুচারুরূপে পরিচালনার ব্যবস্থা করা উচিত। উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে মক্তবগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণী চালু করা যেতে পারে। কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ৩০ ভাগ হাজির হয় না। অথচ কোরআন শিক্ষার জন্য মক্তবে ১শ' ভাগ হাজির হয়ে থাকে। দেখা গেছে, প্রায় ৮০ ভাগ মক্তবের নিজস্ব গৃহ নেই। মসজিদের বারান্দাগুলোয় লেখাপড়া চলে। ফলে, শৃংখলাও ব্যাহত হয়। কাজেই দেশের বিভিন্ন এলাকার মক্তবগুলোর সঠিক হিসেব ও জরিপ গ্রহণ করে ওগুলোকে সুষ্ঠুভাবে চালু করা উচিত। সুতরাং মক্তবগুলোকে সঠিকভাবে চালু করে ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ দৃঢ় করতে পারলেই ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামী জিন্দেগী যাপন করতে পারবে সন্দেহ নেই।

—এম, এ, কবীর